কবির মৃত্যু নেই

লেখকঃ বরুণ দাস
যোগাযোগঃ barun_pat@rediffmail.com
পরিচিতিঃ বর্তমানে পাটনায় উচ্চপদে কর্মরত বরুণের জন্ম হাওড়ার শিবপুরে। ভালবাসেন বাংলা সাহিত্য লেখা, পড়া ও আলোচনা, এবং অবসরে net surfing ।

কবির মৃত্যু নেই
তবু সে বিয়োতে পারেনা
প্রাঞ্জল একমুঠো কবিতা নিদেন।
তথাপি আমৃত্যু অপেক্ষায় থাকে নীরা বা বনলতা সেন।

কবির মৃত্যু নেই
তবু সহস্র কবিতার ভ্রূণ
প্রলম্বিত ভূমিষ্ঠের অপেক্ষায়
ছটফটায় যেন সারোগেটেড জঠরে।

কবির মৃত্যু নেই
তবু সছিদ্র মশারীতে বাঙ্ময় রাত্রিযাপন,
ঠোঁট-ছেঁকা সিগারেটের সুখটান কার্নিশে
কবিতা পা ঝুলিয়ে সূর্যোদয় দেখে।

কবির মৃত্যু নেই
তবু কাঙ্খিত শব্দাবলি ব্রাকেটে ব্রাকেটে
হেদিয়ে পেঁচিয়ে অবশেষে দিবানিদ্রায়।

বেঁচে থাক কবি,
নাকে তুলো গুঁজে (!)
কবিতার নামাবলি গায়ে।

চড়াই

একদা দুটি বাস্তু চড়াই, সফল সংসারী —
খড়কুটোয় বাঁধা/পাতা পরিছন্ন বাসা,
ঘুলঘুলির সছিদ্র কাঠামোয়।
চৈত্রের দুপুরে ওদের অলস কাব্য
হঠাৎ গদ্য হয়ে আছড়ে পড়ে
ড্রেসিং টেবিলের আঢাকা মসৃণ কাঁচের কৌতুকে।
এ কোন বাস্তুদোষ — দুটিকে চার করে, অনাচার করে?
ঠোঁট কেটে যায় কাঁচের প্রত্যাঘাতে — বলে —
"আমরা তো চাইনি মানুষের মতো বদলে যেতে, বদল পেতে,
তিন বা চার – কখনো না।
এসো ঠুকরে চলি"।
রক্তাক্ত দুটি চড়াই ঘুলঘুলিতে ক্লান্ত সুখে
একে অন্যের ঠোঁট রক্ত পুঁছে নেয় পাখনায়, কারণ,
বাস্তু দোষ থেকে গেছে অবয়বহীন ঢাকনায়।